নারী ও নারী শিশুর প্রতি সহিংসতা

আপনাদের জিজ্ঞাসা আমাদের সমাধান

জেন্ডার এন্ড
ডেভেলপমেন্ট
নেটওয়ার্ক

সমস্যা

১। নারী ও নারী-শিশুদের প্রতি সহিংসতা কি?

বিশ্বব্যাপী প্রতি তিনজন নারীর মধ্যে একজন সহিংসতায় আক্রান্ত হয় এবং এটি পৃথিবীতে সবচেয়ে ব্যাপক হারে সংঘটিত মানবাধিকার লঙ্ঘনের অন্যতম ঘটনা। নারী বলেই নারীর ক্ষেত্রে এই সহিংসতা ঘটে, কিংবা অসামঞ্জস্যভাবেই নারী এই সহিংসতায় আক্রান্ত হয়।

জাতিসংঘের ভাষ্যানুযায়ী নারী ও নারী শিশুদের প্রতি সহিংসতা হলো ঃ

"...এমন এক ধরণের লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা, যার ফলে নারীর ক্ষেত্রে প্রকাশ্যে কিংবা ব্যক্তিগত জীবনে শারীরিক, যৌন বা মানসিক ক্ষতি বা ভোগান্তির হুমকি সহ এসব নির্যাতন, দমন বা অযৌক্তিকভাবে স্বাধীনতা হরণের ঘটনা ঘটে।"

(ধারা-১, নারীদের বিরুদ্ধে সহিংসতা দূরীকরণ সম্পর্কে
জাতিসংঘের ঘোষণা, ১৯৯৩)

domestic violence
rape
sexual harassment
remine genibak mubilation
forced marriage
crims in the name of honour
trafficking and sexual exploitation
forced pregnancy
economic violence
political violence

এই পুস্তিকাটিতে উল্লেখিত সকল পরিসংখ্যান পাওয়া যাবে নিম্নোক্ত ওয়েবসাইটেঃ
http://www.gadnetwork.org.uk/the-violence-against-women/

২। নারী ও নারী-শিশুর প্রতি সহিংসতার কারণগুলো কি?

নারী ও নারী শিশুদের প্রতি সহিসংতার কারণ নারী ও পুরুষের মধ্যকার বৈষম্য। ঐতিহাসিক ভাবে নারীকে পুরুষের অধীনস্থ করে রাখাই সহিংসতার কারণ। সহিংসতার মধ্য দিয়ে নারীর উপর ক্ষমতা ও নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা হয়েছে। সামাজিক সংকটে, লিঙ্গ বৈষম্য ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায় এবং ক্ষমতাসীনদের দ্বারা নারী খুব সহজেই শোষিত হয়।

বাংলাদেশের কুড়িগ্রাম জেলার চর হৃষিকেশ গ্রাম। ছবি ঃ টম পিয়েট্রোসিক্ / এ্যাকশন এইড্

৩। নারী ও নারী শিশুর প্রতি সহিংসতা এবং দারিদ্র্যের মধ্যে কি কি যোগসূত্র রয়েছে?

নারী ও নারী শিশুর প্রতি সহিংসতা মানবাধিকার লঙ্ঘন হিসেবে দারিদ্র্য দূরীকরণের ক্ষেত্রে দারিদ্র্য একটি মৌলিক প্রতিবন্ধকতা এ বিষয়টি স্বতন্ত্রভাবে নারী ও নারী শিশু তথা তাঁর পরিবার, সম্প্রদায় ও দেশকে দারিদ্র্যতায় আক্রান্ত করে।

নারী ও নারী শিশুর প্রতি সহিংসতা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে এবং প্রতিটি সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য মাত্রার অগ্রগতির ক্ষেত্রে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। বিদ্যালয়ে সংঘটিত নারী শিশুর উপর সহিংসতার কারণে প্রত্যক্ষভাবে মেয়েদের লেখাপড়ার মান, স্কুলে ভর্তি ও ক্লাসে উপস্থিতির হার কমে যাচ্ছে এবং স্কুল থেকে ঝড়ে পড়ার হার বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রায় থেকেই নারীকে জোরপূর্বক গর্ভধারণ করানো হচ্ছে অথবা গর্ভবতী হওয়ার পর নির্যাতন চালানো হচ্ছে। আবার যেসব নারী রাজনৈতিক বা সামাজিকভাবে সক্রিয় তাদের নিশ্চুপ ও আতঙ্কিত করার লক্ষ্যেও সহিংসতা ঘটানো হয়।

দারিদ্র্যের কারণে নারী অধিক হারে সহিংসতার শিকার হয়। তাই বলে দারিদ্র্য দূর হলেই নারী ও নারী শিশুর প্রতি সহিংসতা বন্ধ হবে না।

এমনকি নারীরা যখন অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা, স্বাস্থ্যসেবা, ন্যায়বিচার ও শিক্ষা লাভ করছে, তখনো লিঙ্গ-বৈষম্য থাকছে এবং তার কোনো প্রতিকার হচ্ছে না।

মেক্সিকো ও সেন্ট্রাল আমেরিকার রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ এলাকায়, যেখানে নারী শ্রম শোষণ, দারিদ্র, সামাজিক বহিষ্কার ও এ সংক্রান্ত অন্যায়ের জন্য দন্ড মওকুফ হয়, নারীর উপর পাশবিক যৌন সহিংসতা, অপহরণ ও নারী হত্যা সংঘটিত হয় সব চেয়ে বেশি। (CEFEMINA, 2010)

প্রতি বছর ৬ কোটি নারী শিশু বিদ্যালয়ে যাবার পথে যৌন নিপীড়নের শিকার হয়। (USAID, 2008)

২০০৮ খ্রীষ্টাব্দে নেপালে, ২৬% নারী রাজনৈতিক প্রার্থী সহিংসতার সম্মুখীন হয়েছে। (ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর ডেমোক্রেসী-এ্যান্ড ইলেকটোরাল অ্যাসিস্ট্যান্স, ২০০৮)

যৌন সহিংসতার শিকার মহিলাদের এইচআইভি আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশী থাকে। (UNAIDS, 2005)

৪। নারী ও নারী শিশুদের প্রতি সহিংসতার পরিণতি কি?

যৌন সহিংসতার ফলে নারী ও নারী শিশুর অঙ্গহানি, পঙ্গুত্ব, গর্ভপাত, এমনকি মৃত্যুসহ স্থায়ী দৈহিক ও মানসিক ক্ষতি হয়েছে।

এছাড়া নারী ও নারী শিশুর প্রতি সহিংসতার কারণে প্রভুত সামাজিক ও আর্থিক মূল্য দিতে হয়েছে। এ সবের পরিমাণ নির্ণয় করা দুঃসাধ্য হলেও অত্যন্ত রক্ষণশীল হিসাব অনুযায়ী নারী ও নারী শিশুর প্রতি সহিংসতায় ক্ষতির পরিমাণ কোটি কোটি টাকা। এগুলোর প্রত্যক্ষ ক্ষতি পুলিশ, আদালত ও চিকিৎসা ব্যয়, আর পরোক্ষ ক্ষতি আক্রান্ত নারী শিশুর শিক্ষার সুযোগ হারানো এবং আক্রান্ত মহিলার কাজে যোগ দিতে না পারা, এমনকি তাদের চাকরি হারানো।

সর্বোপরি, নারী ও নারী-শিশুর প্রতি সহিংসতার কারণে বিশ্বে পরিবর্তন আনায়নের ক্ষেত্রে নারীর শক্তি ও ক্ষমতা দুর্বল হয়ে পড়েছে - যার ফলে নারীর সুষ্ঠু শিক্ষা গ্রহণ, কর্মে প্রবেশ ও জন জীবনে অংশগ্রহণ ব্যাহত হয়।

ইংল্যান্ড এবং ওয়েলস্-এ কেবল পারিবারিক সহিংসতায় প্রত্যক্ষ অর্থনৈতিক ক্ষতির পরিমাণ বছরে গড়ে ৬ বিলিয়ন পাউন্ড
(যৌন সহিংসতা এবং অপরাধের উপর আন্তঃ সরকারি পদক্ষেপের পরিকল্পনা, ২০০৭)

উগান্ডায় প্রতি সহিংসতার ঘটনায় গড়ে ব্যয় হয় ৩ পাউন্ডের বেশি এবং তাদের গড় আয় ২২৩ পাউন্ড (ICRW & UNFPA, 2009)

যুবতী এবং নারী-শিশুরা একটি লিঙ্গ এবং এইচআইভি কার্যক্রমের অংশ (বুরকিনা ফাসো)।
ছবি ঃ অ্যামান্ডা মার্শাল / টিয়ারফান্ড

৫। নারী ও নারী-শিশুর প্রতি সহিংসতা কি কেবল বিরোধের কারণে ঘটে?

এ প্রশ্নের সরল উত্তর 'না'। নারী ও নারী-শিশুর প্রতি সহিংসতা একটি বিশ্বজনীন সমস্যা এবং আপনি পৃথিবীর কোথায় থাকেন তাতে কিছু যায় আসে না - নারী-পুরুষের মধ্যেই রয়েছে ক্ষমতার ভারসাম্যহীনতা।

তবে, সশস্ত্র বিরোধের ফলে নারী ও নারী-শিশুর প্রতি সহিংসতা ব্যাপকাকারে বৃদ্ধি পেয়েছে, এবং বর্তমানে এটি সমকালীন সশস্ত্র বিরোধের অন্যতম একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে। ধর্ষন, জোরপূর্বক গর্ভধারণ করানো ও গর্ভপাত ঘটানো, নির্যাতন, পাচার, যৌন দাসত্ব এবং এইচআইভি ও এইডস্ সহ যৌনতার মাধ্যমে সংঘটিত সংক্রমণ এই সহিংসতার অন্তর্ভুক্ত। ধর্ষন এখন যুদ্ধাস্ত্ররূপে স্বীকৃত, এবং যুদ্ধের সময় নারী ও নারী-শিশুর প্রতি সংঘটিত সহিংসতাকে যুদ্ধাপরাধ ও মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে।

ডেমোক্রেটিক রিপাব্লিক অব কঙ্গোর দক্ষিণ কিভু প্রদেশে প্রতিদিন গড়ে ৪০ জন নারী ধর্ষিত হয়। **(UNFPA, 2010)**

ইংল্যান্ডে এবং ওয়েলস্-এ, সপ্তাহে গড়ে দু'জন নারী তাদের বর্তমান বা পূর্বতন সঙ্গীর সহিংসতায় নিহত হয়। **(Home Office, 2005)**

ঘানার মত অন্যান্য 'শান্তিপূর্ণ' দেশগুলোতে, প্রতি ৩ জনে ১ জন নারী বিশেষ করে তাদের লিঙ্গের কারণে সহিংসতার শিকার হয়। **(www.gendercentreghana.org, 2009)**

একটি বিশ্বজনীন সমস্যা

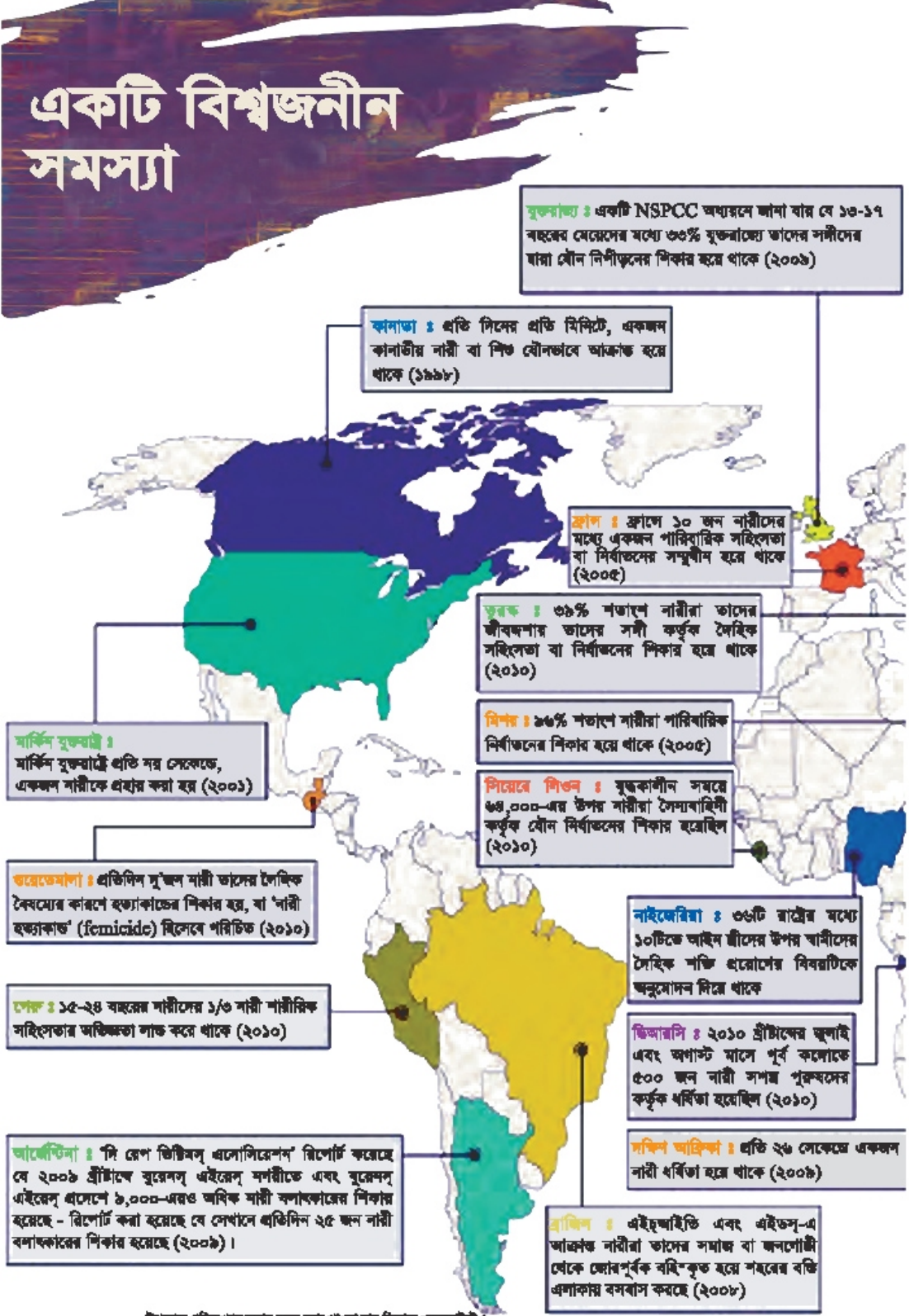

যুক্তরাজ্য : একটি NSPCC অধ্যয়নে জানা যায় যে ১৩-১৭ বছরের মেয়েদের মধ্যে ৩৩% যুক্তরাজ্যে তাদের সঙ্গীদের দ্বারা যৌন নিপীড়নের শিকার হয়ে থাকে (২০০৯)

কানাডা : প্রতি দিনের প্রতি মিনিটে, একজন কানাডীয় নারী বা শিশু যৌনভাবে আক্রান্ত হয়ে থাকে (১৯৯৮)

ফ্রান্স : ফ্রান্সে ১০ জন নারীদের মধ্যে একজন পারিবারিক সহিংসেতা বা নির্যাতনের সম্মুখীন হয়ে থাকে (২০০৫)

মেক্সিকো : ৩৯% শতাংশ নারীরা তাদের জীবদ্দশায় তাদের সঙ্গী কর্তৃক দৈহিক সহিংসেতা বা নির্যাতনের শিকার হয়ে থাকে (২০১০)

মিশর : ৯৬% শতাংশ নারীরা পারিবারিক নির্যাতনের শিকার হয়ে থাকে (২০০৫)

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি সপ্ত সেকেন্ডে, একজন নারীকে প্রহার করা হয় (২০০১)

সিয়েরে লিওন : যুদ্ধকালীন সময়ে ৬৪,০০০-এর উপর নারীরা সৈন্যবাহিনী কর্তৃক যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছিল (২০১০)

গুয়েতেমালা : প্রতিদিন দু'জন নারী তাদের লৈঙ্গিক বৈষম্যের কারণে হত্যাকান্ডের শিকার হয়, যা 'নারী হত্যাকান্ড' (femicide) হিসেবে পরিচিত (২০১০)

নাইজেরিয়া : ৩৬টি রাজ্যের মধ্যে ১০টিতে আইন স্ত্রীদের উপর স্বামীদের দৈহিক শক্তি প্রয়োগের বিষয়টিকে অনুমোদন দিয়ে থাকে

স্পেন : ১৫-২৪ বছরের নারীদের ১/৩ নারী শারীরিক সহিংসেতার অভিজ্ঞতা লাভ করে থাকে (২০১০)

জিম্বাবুয়ে : ২০১০ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই এবং আগাস্ট মাসে পূর্ব কঙ্গোতে ৫০০ জন নারী সশস্ত্র পুরুষদের কর্তৃক ধর্ষিতা হয়েছিল (২০১০)

দক্ষিণ আফ্রিকা : প্রতি ২৬ সেকেন্ডে একজন নারী ধর্ষিতা হয়ে থাকে (২০০৯)

আর্জেন্টিনা : 'দি রেপ ভিক্টিমস্ এপোলিয়েশন' রিপোর্ট করেছে যে ২০০৯ খ্রীষ্টাব্দে বুয়েনস্ এইরেস্ শহরীতে এবং বুয়েনস্ এইরেস্ প্রদেশে ৯,০০০-এরও অধিক নারী বলাৎকারের শিকার হয়েছে - রিপোর্ট করা হয়েছে যে সেখানে প্রতিদিন ২৫ জন নারী বলাৎকারের শিকার হয়েছে (২০০৯)।

ব্রাজিল : এইচ্আইভি এবং এইডস্-এ আক্রান্ত নারীরা তাদের সমাজ বা জনগোষ্ঠী থেকে জোরপূর্বক বহিস্কৃত হয়ে শহরের বস্তি এলাকায় বসবাস করছে (২০০৮)

উপরোক্ত পরিসংখ্যানগুলোর সকল তথ্য পাওয়া যায় নিম্নোক্ত ওয়েবসাইটে :
http://www.gadnetwork.org.uk/the-violence-against-women/

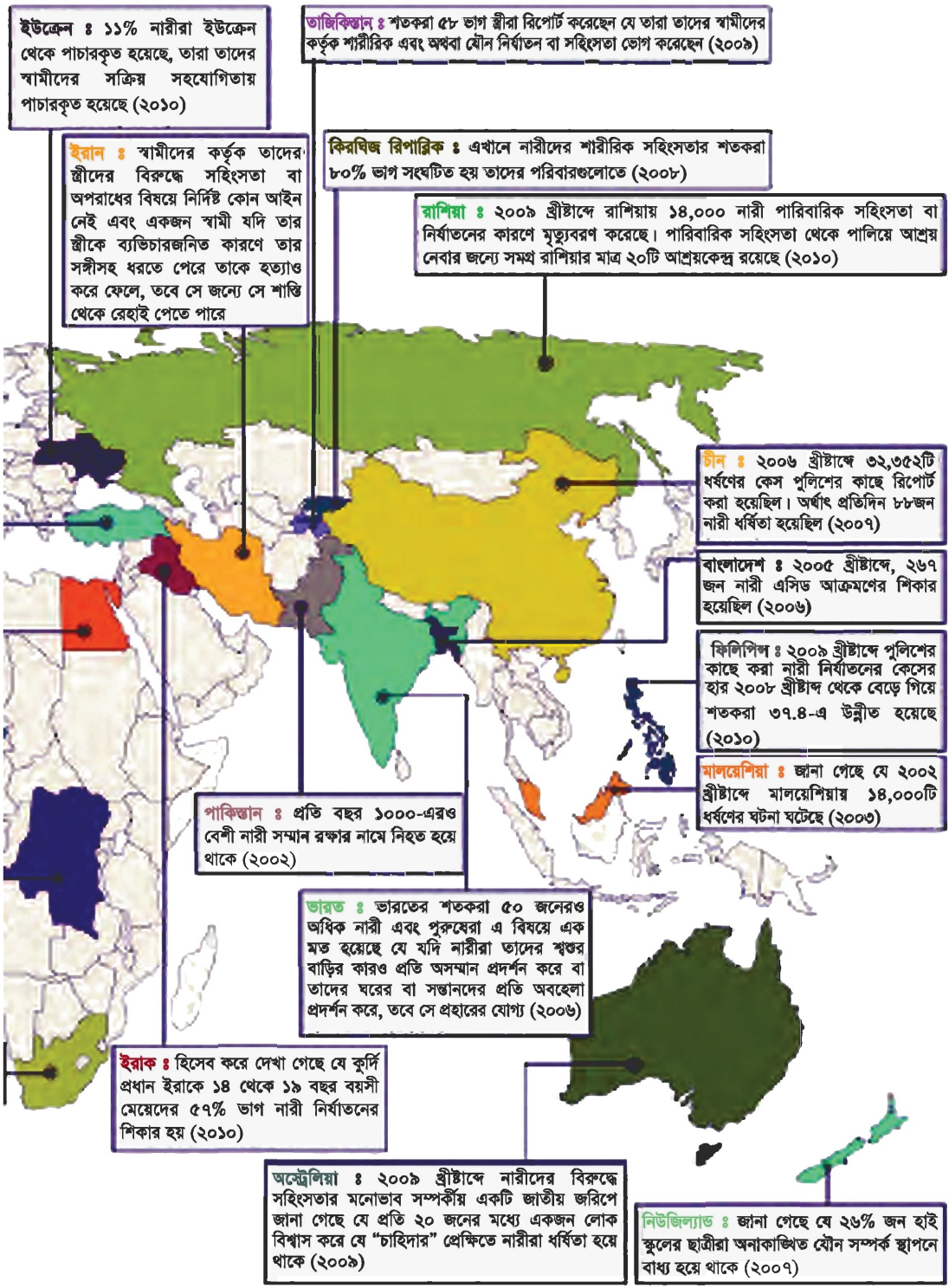
ইউক্রেন ঃ ১১% নারীরা ইউক্রেন থেকে পাচারকৃত হয়েছে, তারা তাদের স্বামীদের সক্রিয় সহযোগিতায় পাচারকৃত হয়েছে (২০১০)
তাজিকিস্তান ঃ শতকরা ৫৮ ভাগ স্ত্রীরা রিপোর্ট করেছেন যে তারা তাদের স্বামীদের কর্তৃক শারীরিক এবং অথবা যৌন নির্যাতন বা সহিংসতা ভোগ করেছেন (২০০৯)
ইরান ঃ স্বামীদের কর্তৃক তাদের স্ত্রীদের বিরুদ্ধে সহিংসতা বা অপরাধের বিষয়ে নির্দিষ্ট কোন আইন নেই এবং একজন স্বামী যদি তার স্ত্রীকে ব্যভিচারজনিত কারণে তার সঙ্গীসহ ধরতে পেরে তাকে হত্যাও করে ফেলে, তবে সে জন্যে সে শাস্তি থেকে রেহাই পেতে পারে
কিরঘিজ রিপাব্লিক ঃ এখানে নারীদের শারীরিক সহিংসতার শতকরা ৮০% ভাগ সংঘটিত হয় তাদের পরিবারগুলোতে (২০০৮)
রাশিয়া ঃ ২০০৯ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়ায় ১৪,০০০ নারী পারিবারিক সহিংসতা বা নির্যাতনের কারণে মৃত্যুবরণ করেছে। পারিবারিক সহিংসতা থেকে পালিয়ে আশ্রয় নেবার জন্যে সমগ্র রাশিয়ার মাত্র ২০টি আশ্রয়কেন্দ্র রয়েছে (২০১০)
চীন ঃ ২০০৬ খ্রীষ্টাব্দে ৩২,৩৫২টি ধর্ষণের কেস পুলিশের কাছে রিপোর্ট করা হয়েছিল। অর্থাৎ প্রতিদিন ৮৮জন নারী ধর্ষিতা হয়েছিল (২০০৭)
বাংলাদেশ ঃ ২০০৫ খ্রীষ্টাব্দে, ২৬৭ জন নারী এসিড আক্রমণের শিকার হয়েছিল (২০০৬)
ফিলিপিন্স ঃ ২০০৯ খ্রীষ্টাব্দে পুলিশের কাছে করা নারী নির্যাতনের কেসের হার ২০০৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে বেড়ে গিয়ে শতকরা ৩৭.৪-এ উন্নীত হয়েছে (২০১০)
মালয়েশিয়া ঃ জানা গেছে যে ২০০২ খ্রীষ্টাব্দে মালয়েশিয়ায় ১৪,০০০টি ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে (২০০৩)
পাকিস্তান ঃ প্রতি বছর ১০০০-এরও বেশী নারী সম্মান রক্ষার নামে নিহত হয়ে থাকে (২০০২)
ভারত ঃ ভারতের শতকরা ৫০ জনেরও অধিক নারী এবং পুরুষেরা এ বিষয়ে এক মত হয়েছে যে যদি নারীরা তাদের শ্বশুর বাড়ির কারও প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করে বা তাদের ঘরের বা সন্তানদের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করে, তবে সে প্রহারের যোগ্য (২০০৬)
ইরাক ঃ হিসেব করে দেখা গেছে যে কুর্দি প্রধান ইরাকে ১৪ থেকে ১৯ বছর বয়সী মেয়েদের ৫৭% ভাগ নারী নির্যাতনের শিকার হয় (২০১০)
অস্ট্রেলিয়া ঃ ২০০৯ খ্রীষ্টাব্দে নারীদের বিরুদ্ধে সহিংসতার মনোভাব সম্পর্কীয় একটি জাতীয় জরিপে জানা গেছে যে প্রতি ২০ জনের মধ্যে একজন লোক বিশ্বাস করে যে "চাহিদার" প্রেক্ষিতে নারীরা ধর্ষিতা হয়ে থাকে (২০০৯)
নিউজিল্যান্ড ঃ জানা গেছে যে ২৬% জন হাই স্কুলের ছাত্রীরা অনাকাঙ্খিত যৌন সম্পর্ক স্থাপনে বাধ্য হয়ে থাকে (২০০৭)

৬। পুরুষ ও ছেলে-শিশুর ক্ষেত্রে কি ঘটছে?

নারী, নারী-শিশু, পুরুষ বা ছেলে-শিশু - যাদের প্রতিই ঘটুক না কেন, সব সহিংসতাই মৌলিক মানবাধিকার লঙ্ঘন। পুরুষ ও ছেলে-শিশুর প্রতি সংঘটিত সাধারণ সহিংসতা হচ্ছে বিরোধের পরিপ্রেক্ষিতে যৌন নির্যাতন, কারাগারে পুরুষদের উপর যৌন নির্যাতন, অথবা সমকামিতাজনিত সহিংসতা। সশস্ত্র বিরোধ, অভ্যুত্থান, গণ-বিক্ষোভ বা দলবদ্ধ অপরাধের কর্মে অংশগ্রহণের কারণেও পুরুষ যৌন সহিংসতার শিকার হতে পারে। পুরুষের প্রতি সংঘটিত যৌন সহিংসতার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ এবং এটি এড়িয়ে যাওয়া যাবে না।

তথাপি এটি প্রমাণিত যে, নারী ও নারী-শিশুর প্রতি যে ধরণের, যে মাত্রার, বা যে ভয়াবহ যৌন সহিংসতা সংঘটিত হয় তার তুলনায় পুরুষ ও ছেলে-শিশুর প্রতি সংঘটিত সহিংসতা কিছুই নয়। নারী ও নারী-শিশুর প্রতি পুরুষের যৌন সহিংসতা একটি ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে। যে ক্ষেত্রে নারী ও নারী-শিশু তাদের পুরুষ সঙ্গীদের কাছ থেকে অধিকাংশ সহিংসতার শিকার হয়, সেক্ষেত্রে পুরুষ ও ছেলে-শিশুর প্রতি সহিংসতা সংঘটিত হয় অন্য পুরুষ, সাধারণতঃ অপরিচিত পুরুষের দ্বারা। সুতরাং পুরুষ নারীর চেয়ে অধিক শারীরিক নির্যাতনের শিকার হলেও তার প্রতি ধর্ষন, পারিবারিক নির্যাতন, সঙ্গী কর্তৃক যৌন হয়রানি, জোর পূর্বক বিয়ে বা তথাকথিত 'সম্মানজনক' অপরাধ সংঘটিত হয় তার চেয়ে কম।

পুরুষেরা নারী ও নারী-শিশুর প্রতি সহিংসতার পরিসমাপ্তির ঘটাতে শক্তিশালী উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে। অধিকাংশ পুরুষ ও ছেলে-শিশু সহিংস প্রকৃতির নয় এবং বিশ্বের সকল অংশেই এমন পুরুষ রয়েছে যারা নারী ও নারী-শিশুর প্রতি সহিংসতার বিরুদ্ধে কথা বলে এবং ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

সকল দেশে ছেলে-শিশুর চেয়ে নারী-শিশুই তিন থেকে চারগুণ বেশি জোরপূর্বক যৌনাচারের শিকার হয়েছে বলে রিপোর্ট করে। **(WHO, 2002)**

পুরুষের চেয়ে নারীরা ৭ থেকে ১০ গুণ বেশী তাদের সঙ্গীদের দ্বারা যৌন আক্রান্ত বা আহত হয়
(রোড আইল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পারিবারিক সহিংসতার উপর গবেষণা কার্যক্রম, ১৯৯৫)

যুক্তরাজ্যে, প্রতি মিনিটে পারিবারিক সহিংসতার জন্যে সাহায্য চেয়ে পুলিশকে একবার ফোন করা হয় এবং এসব ফোনের মধ্যে শতকরা ৮৯% ভাগ কল্ আসে নারীদের কাছ থেকে যারা পুরুষের দ্বারা আক্রান্ত হয়। **(Women's Aid, 2009)**

নারী ও নারী-শিশুর প্রতি সহিংসতা দূরীকরণে কিভাবে পুরুষ ও ছেলে-শিশুরা সম্পৃক্ত হতে পারে সে সম্পর্কে জানার জন্যে এ ঠিকানায় যোগাযোগ করুন ঃ **www.engagingmen.net**

৭। নারী ও নারী-শিশুর প্রতি সহিংসতা কি সংস্কৃতিক বিষয় নয়?

না। 'সংস্কৃতিকে' প্রায়ই নারী ও নারী-শিশুর প্রতি সহিংসতাকে বৈধতা ও আইন সংগত সমাধান দিতে ব্যবহার করা হয়। কিছু কিছু সংস্কৃতিক ব্যবস্থায় নারীর ক্ষমতায়ন ও নারীর মানবাধিকারসমূহ সমুন্নত করা হলেও সামাজিক প্রথা, ঐতিহ্য ও ধর্মীয় মূল্যবোধের মাধ্যমে প্রায়ই রাষ্ট্র, সামাজিক সংগঠন এবং রাজনৈতিক ও সংস্কারকারী নেতারা নারী ও নারী-শিশুর প্রতি সংঘটিত সহিংসতার বৈধতা দিয়ে থাকে। বিশ্বের সর্বত্র নারীরা এসব সমস্যার সমাধানের জন্যে সংগঠিত হচ্ছেন।

সরকার, এনজিও এবং নারী সংগঠনগুলোর মধ্যকার সহযোগিতা ও সমন্বয়ের মাধ্যমে নারী ও নারী-শিশুর প্রতি সহিংসতা দূরীকরণে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত হয়েছে। বিশ্বজনীন মানবাধিকার লঙ্ঘনকারীর আচার-আচরণ বা প্রথাসমূহ প্রকাশ করতে গিয়ে আমাদের বৈচিত্র্যপূর্ণ সমৃদ্ধ সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া আমাদের জন্যে চ্যালেঞ্জস্বরূপ। নারীর অধিকার মেনে নেওয়াই এর কোনো সমাধান হতে পারে না। সব সরকারেরই 'সংস্কৃতিক' অজুহাতগুলো প্রত্যাখ্যান এবং নারী ও নারী-শিশুর প্রতি সংঘটিত সকল প্রকার সহিংসতাকে শাস্তিযোগ্য হিসেবে গণ্য করা উচিত।

৮। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের ভূমিকা কি?

অনেক নারী এবং পুরুষের ধর্মীয় বিশ্বাস রয়েছে। জীবনের এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি অবহেলা করলে একটি প্রধান বিষয়কে অবহেলা করা হয়। আমাদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং ধর্মীয় নেতৃবর্গের সঙ্গে কাজ করা প্রয়োজন যারা তাদের সম্প্রদায়ের 'দ্বাররক্ষী' হিসেবে কাজ করেন, এবং তাঁদের নিজেদের জনগোষ্ঠীকে সহিংসতার ক্ষেত্রগুলো মোকাবেলা করতে এবং সংস্কৃতিতে পরিবর্তন আনতে সক্ষম করে তুলতে হবে। স্থানীয় ধর্মীয় সমাজের নারী ও নারী-শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে ফলপ্রসূ ভূমিকা পালন করতে পারে, সুস্থ সম্পর্ক দৃষ্টি ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে স্থায়ী ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে পারে। কখনও কখনও নারী ও নারী-শিশুর প্রতি সহিংসতার সমর্থনে ধর্মশাস্ত্রের ব্যাখ্যা ব্যবহার করা হয় - তবে, ধর্মে বিশ্বাসী পুরুষ এবং নারীরা তাদের নিজেদের ধর্মীয় পরিপ্রেক্ষিতে এ সম্পর্কে চ্যালেঞ্জ করতে পারেন। এমন ভিতরে করার জন্যে তাঁদের সমাজ থেকে বহিষ্কার করা হতে পারে এবং সমাজের ভিতরে পরিবর্তনের ধারা অব্যাহত রাখার জন্যে তাঁদের সমর্থনের প্রয়োজন হতে পারে। ধর্ম, সংস্কৃতি বা ঐতিহ্যের নামে নারী ও নারী-শিশুর প্রতি সহিংসতার জন্যে কোনো অজুহাত গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয় নয়।

৯। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের ভূমিকা কি?

আন্তর্জাতিক স্তরে, সিদ্ধান্ত, আইন-কানুন এবং আইনগত ধারা বিদ্যমান রয়েছে - এবং নারীর আন্দোলনের কারণে তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে কার্যকর হচ্ছে। CEDAW (নারীর বিরুদ্ধে সকল ধরণের সহিংসতা দূরীকরণের উপর কনভেনশন- নারী ও নারী-শিশুর জন্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কনভেনশন) বিভিন্ন দেশের সরকার লিঙ্গগত সমতার ও নারীর ক্ষমতায়নের জন্যে সুপারিশ করে। জাতিসংঘ ধারা ১৩২৫ এবং ১৮২০ - এ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় যুদ্ধের সময় নারীর বিরুদ্ধে যৌন নির্যাতন প্রতিহত করা এবং নারীর জন্যে শান্তি বজায় রাখার বিষয়টি নিশ্চিত করার অঙ্গীকার করেছেন। ইউরোপীয়ান ইউনিয়নেরও নারী ও নারী-শিশুর প্রতি কৃত সহিংসতা মোকাবেলা করার জন্যে নীতিমালা প্রণয়ন করেছে।

সিভিল সোসাইটি বা নাগরিক সমাজ নারী ও নারী-শিশুর প্রতি সহিংসতা মোকাবেলা আইনের বিধি-বিধান প্রয়োগের লক্ষ্যে সরকারসমূহের উপর চাপ সৃষ্টির জন্যে এ সব টুলস্ বা হাতিয়ার ব্যবহার করতে পারেন। নারী সংগঠনগুলো সহিংসতা আক্রান্ত নারী ও নারী-শিশুকে প্রয়োজনীয় সেবা এবং সমর্থন প্রদান এবং তাদের সহায়তা প্রদান করতে হবে। অপরাধীকে অবশ্যই ন্যায়বিচারের আওতায় আনতে হবে, তাদের জন্যে এ বার্তা তুলে ধরতে হবে যে নারী ও নারী-শিশুর প্রতি সহিংসতা অনাকাঙ্ক্ষিত এবং এটি প্রতিরোধযোগ্য। নারীদের অবশ্যই জনসমক্ষে তাদের কথা বলতে হবে এবং তাদের অধিকার পেশ করতে হবে।

১০। আমরা যা করছি তা কি যথেষ্ট?

সারা বিশ্বে, প্রত্যেক দেশে, নারী আন্দোলনকারীগণ স্থানীয়, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নারীদের ও নারী-শিশুর প্রতি সহিংসতার পরিসমাপ্তির জন্যে আহ্বান জানাচ্ছে। যে সব নারী মানবাধিকার উন্নয়ন ও রক্ষার জন্যে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন তাঁরা সমাজ পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন, যদিও এ জন্যে তাঁদেরকে প্রায়শই সহিংসতার, নিপীড়নের ও কলঙ্কের শিকার হতে হয়। এই সহিংসতার জন্যে দায়ী সরকার, সশস্ত্র সংগঠন, বেসরকারী কোম্পানী এবং জনগণ এবং তারা মনে করে যারা নারীদের নীরব করিয়ে দেবার মধ্য দিয়ে তারা নিজেদের শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারবে এবং ব্যাপক সামাজিক পরিবর্তন প্রতিরোধ করতে পারবে।

যুক্তরাজ্যে, জেন্ডার ও উন্নয়ন বিষয় নিয়ে যাঁরা কাজ করছেন তাদের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক সংগঠনসমূহ নারী ও নারী-শিশুর প্রতি সহিংসতার পরিসমাপ্তির জন্যে সক্রিয়ভাবে কর্মরত রয়েছেন। আপনারা নিম্নোক্ত ওয়েবসাইটে লগ ইন্ করে আমাদের কাজ সম্পর্কে আরও ভালোভাবে জানতে পারবেন ঃ

http://www.gadnetwork.org.uk/the-violence-against-women/

যখন নারীদের অধিকার বিষয়ক কর্মসূচীসমূহ স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অনেক পরিবর্তন

প্রতি ২৫ নভেম্বর নারীদের বিরুদ্ধে সহিংসতা দূরীকরণের জন্যে নারী সংগঠনগুলো আন্তর্জাতিক দিবসরূপে পালন করে এবং শোভাযাত্রা করে। (টেগুসিগাল্‌পা, হন্ডুরাস)।
ছবি ঃ ক্যাথরিন রন্‌ডরস সেন্ট্রাল আমেরিকা নেটওয়ার্ক (CAWN)

সূচিত করেছে, তখনো অনেক কাজ বাকি রয়েছে। লৈঙ্গিক অসমতার জন্যে নারী ও নারী-শিশু সহিংসতার শিকার হচ্ছে। নারী ও পুরুষের মধ্যে যতদিন ক্ষমতার বৈষম্য বিরাজ করবে, নারী ততদিন সহিংসতার শিকার হবে।

সুদীর্ঘকালের লৈঙ্গিক অসমতা দূরীকরণের জন্যে প্রয়োজন সমাজে মৌলিক পরিবর্তন, এবং সেজন্যে সময়ের প্রয়োজন। তবে স্থানীয় জনগোষ্ঠী জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নারীকে সম্পৃক্ত করে এবং সরকারের নারী নেতৃত্ব নিশ্চিত করার মাধ্যমে আমরা একটি ব্যতিক্রমী পরিবর্তনের সূচনা করতে পারি।

২০০৯ খ্রীষ্টাব্দে উগান্ডায়, 'উইমেনস্ রাইটস অর্গানাইজেসনস্' কাম্পালার রাস্তাগুলোতে শোভাযাত্রা করেছিল, তারা সরকারকে পারিবারিক সহিংসতার জন্যে একটি নতুন আইন প্রণয়ন করার দাবী জানিয়েছিল। আইনটি প্রণয়ন করা হয়েছিল।

নেপালে, নারীরা সারাদেশে লৈঙ্গিক সমতা এবং সহিংসতা দূরীকরণে নতুন সংবিধান প্রণয়নের দাবীতে সংগঠিত হচ্ছেন।

যুক্তরাজ্যে, প্রতি বছর ৯ মার্চ (আন্তর্জাতিক নারী দিবস) হাজার হাজার নারী সমবেত হয়ে লন্ডনের রাস্তায় রাস্তায় শোভাযাত্রা করে এবং নারীদের বিরুদ্ধে সহিংসতার অবসানের দাবী জানায়।

জেন্ডার এন্ড ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্ক

'জেন্ডার অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্ক (GADN)' এনজিওর বিশেষজ্ঞ, কনসালটেন্ট, শিক্ষাবিদ্ এবং অন্যান্য ব্যক্তিকে একত্রে জেন্ডার ডেভেলপমেন্ট এবং নারীদের অধিকারের বিষয়ে কাজ করতে আহ্বান করে। আমাদের উদ্দেশ্য হল এমন এক বিশ্ব গঠন করা যেখানে সামাজিক ন্যায়বিচার এবং লৈঙ্গিক সমতা বিরাজ করবে এবং যেখানে সকল নারী এবং নারী-শিশু বৈষম্যমুক্ত হয়ে তাদের অধিকারসমূহ উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে। আমাদের লক্ষ্য এ বিষয়টি নিশ্চিত করা যে আন্তর্জাতিক উন্নয়নের নীতি অনুসারে লৈঙ্গিক বের এবং নারী ও নারী-শিশুর অধিকার উন্নয়ন ঘটানো। আমাদের কাজ হলো তথ্য ও বিশেষজ্ঞ-জ্ঞান নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে আমাদের সদস্যদের সহায়তা করা, এ সম্পর্কে গবেষণা সম্পাদন করা, এবং সরকারী নীতিমালা এবং প্রকল্পসমূহ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ পরামর্শ এবং মন্তব্য সরবরাহ করা।

Design and layout Alesia Rivera | Cover photos: Amanda Marshall, Katherine Ronderos, http://www.flickr.com/photos/un_photo/4923165017/in/photostream/

Gender and Development Network,
c/o One World Action, Bradley Close
White Lion Street, London
N1 9PF, United Kingdom
Registered Company No. 06975360

Direct Line : 020 7833 7319 / Fax: 020 7833 4102
Email: gadnetwork@oneworldaction.org
www.gadnetwork.org.uk

tearfund